ভোরের কাগজ

MAY 22 2002

...বালি দুয়ার

না। এমনকি টেলিভিশনই না মন্দ, সে প্রসঙ্গেও বিতর্ক যাবে না। এমন বাংলাদেশীর

এ দেশে যখন ভাওয়াল রাজাদের প্রবল প্রতাপ, রা মনে করেন দেশীয় রাজা মহাশয় তার হাতির পিঠে চড়ে কাজ সেরে পসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে। বাংলা ফিরছিলেন। কিংবদন্তি আছে, সে সময় কিছু দুষ্টু র্ষণের যে দৃশ্য দেখানো হয় খেলছিল। সেই দুষ্টু ছেলেদের ছুড়ে মারা গুলি এ দেখানো হয় তা ধর্ষণ বা লাগে। এতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ছেলেদের বললেন, ' সৃষ্টি করার বদলে অনেকের ছেলের দল, তোদের পড়ালেখা নেই? এখন তো নার সৃষ্টি করে সন্দেহ নেই। খেলা? 'খেলবো নাতো কি করবো?' উত্তরে এক নেমার একদল দর্শক শুধু এ বলেছিল, 'আমাদের এখানে কি স্কুল আছে যে পড়ালেখা করবো?' এ কথা শুনে রাজা মহাশয় হকচকিয়ে গেলেন। বোধকরি লজ্জিতও হলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠার।

কথিত আছে, সেই ঘটনার পর তিনি জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজবাড়ির পাশে রানী বিলাস মনির নামে ১৯০৫ সালে যে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন, কালের বিবর্তনে সে স্কুলটিই এখন রানী বিলাস মনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় নামে খ্যাত।

কিন্তু নারী শিক্ষা কিংবা নারীর স্বাধীনতা এ দেশে তখনো পুরুষ শাসিত সমাজের অবরুদ্ধ ঘরের অন্ধকার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছে। সেই অন্ধকার ভেদ করে মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া ১৯০৯ সালের শেষের দিকে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরে প্রথম তার স্বামীর নামানুসারে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গালর্স স্কুলের ভিত্তিপস্তন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি। তার স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতা তার ঘর-বাড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির অধিকার নিয়ে এমন অশোভন আচরণ শুরু করে যে, তিনি অতিষ্ঠ হয়ে অগত্যা ১৯১০ সালের শেষভাগে স্বামীর ভিটা ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতায় অলিউল্লাহ লেনের একটি ছোট্ট বাড়িতে আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি নতুনভাবে স্কুলটির শুরু করেন। অবশ্য পরে স্কু লোয়ার সার্কুলার রোডের ৮৬/এ বাড়িতে স্থানা স্বাধীনতা ও মুক্তির অগ্রদূত মহিয়সী বেগম রো সাধনায় ওই স্কুলটি এক সময় প্রথম শ্রেণীর শি প্রতিষ্ঠা পায়।

অবলীলায় সবার আক্রোশ সহ্য করে, সমাজের ও মলিনতা উপেক্ষা করে এই মহিয়সী নারী বে সমাজের মুক্তির জন্য শিক্ষার যে বীজ রোপণ ধারাবাহিকতায় অনেক নারীই এখন সমাজের কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পা নারীরাই আমাদের সমাজে এখনো সবচেয়ে বে নিষ্পেষিত হচ্ছে বলে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত বিভি আমরা জানতে পারছি। এর মূল কারণ হচ্ছে, সচেতনতায় নারীর পশ্চাৎপদতা ও ধর্মীয় গোঁড় বেড়াজাল।

গাজীপুরে ভাওয়াল রাজবাড়ির ঠিক পশ্চিম পা ময়

> ণিজ্যে বিশ্বায়ন
> জ আর ঠেকিয়ে
> য় না, তেমনি
> বিশ্বায়ন হবে।
> রের মাকে দেখে
> কে ভুলে যাবো,
> সরকারের মনে
> লা কেন?

দৃশ্য দেখার জন্যই একটি দেখতে যায়। কতো যুগ ধরে অনাচার ও অনাসৃষ্টি চলছে। করতে পেরেছি। বরং এই ন্দি ছায়াছবি দেখার বিড়ম্বনা চ্চ সংস্কৃতমনা কজনা মুক্তি ইচবিও চ্যানেলের সুন্দর এবং স্কারপ্রাপ্ত ছায়াছবির দেখে। চবিও দেখছি আপত্তিকর কিছু নারীর চুমুর দৃশ্য আছে, যাতে

অনুষ্ঠান

বোধ হয় সভাপতির দায়িত্বের শ্বাসী নয়। সে অনুষ্ঠান শুরু হাতে নিয়ে ফেরদৌস

সংগঠন মনশায় মাঠজুড়ে বা এর আশপা পহেলা বৈশাখের আয়োজন করছে। বাঙালি ও আপন সংস্কৃতির শিকড় শক্ত ও প্রসারিত করে বর্তমান জোট সরকারের ইসলামি মিত্রে দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ ইসলামি সংস্কৃতি ন এরা পহেলা বৈশাখের সংস্কৃতিকে বাঙ সংস্কৃতি নয়, হিন্দুয়ানি আচার অনুষ্ঠানের অ হিসেবে এর বিরোধিতা করে। কিন্তু ে সরকারের মূল দল বিএনপি পহেলা বৈশাখ বাংলাদেশীদের আপন সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকৃ দিয়েছে অনেক আগেই। আমাদের নিজ সংস্কৃতির প্রাণের জোর পুঁটিমাছের মতো ন ঠুনকো নয় যে বাইরের একটু আঘাতই ভে যাবে। বরং বিদেশী চ্যানেলের অনুষ্ঠানগু দেখে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাণ, আক ও টান আরো বেড়ে যাচ্ছে বলেই আমার ধারণ আর এইচবিও চ্যানেল বন্ধ করে জিটিভি জিসিনেমা চালু রাখলে আমাদের নিজস্ব বাঙা সংস্কৃতি রক্ষা পাবে, এমন মনে করার কো যুক্তি পাই না।

আমরা একদিকে বিশ্বায়নের কথা বলছি, বি বাণিজ্যের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছি আমরা যখন ইন্টারনেটের সুফল ঘরে ঘরে পৌ দেওয়ার জন্য কম্পিউটারের মূল্য কমিয়ে দিচ্ছি তখনই আবার বিশ্বায়ন বিরোধী অপসংস্কৃতি কাজ করছি। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশ্বায়ন যে আজ আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তেম সংস্কৃতিরও বিশ্বায়ন হবে। আমরা অপরের মা দেখে নিজের মাকে ভুলে যাবো, এমন ক সরকারের মনে হলো কেন? নিষিদ্ধকরণে বিরুদ্ধে আমার আর একটি বক্তব্য হলো, এ সার্বিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়। আজকের যু ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেই অনেক কিছু ঠেকা রাখা যায় না। নিষিদ্ধ প্রেমের মতোই নিষি বস্তুর প্রতি আগ্রহ বাড়ে। যারা আজ স্যাটেলাই চ্যানেলে প্রিয় ছায়াছবি দেখতে পারবে না, তা সিডি কিনে আনবে বাজার থেকে বা তা সংগ্র করবে ক্লাবগুলো থেকে। ঘরে বসে সেই ছায়াছ ঠিকই দেখবে। পকেট থেকে বাড়তি কিছু টা খরচ হবে।

কাজেই আমার অনুরোধ, বন্ধ করো দুয়ার। ভালোমন্দের মধ্যে আমি যেন ভালো বেছে নিতে পারি, সেই সুযোগ বন্ধ করা ঠি হবে না। আমরা সামনে এগিয়ে যেতে চাই পিছনে যেতে চাই না।

ফরিদ হোসেন : সাংবাদিক।

তার খ্যাতিকে দেশের সীমানার বাই সম্প্রসারিত করেছে। ইমদাদুল হক মিলন ও সুলেখকই নন, সুবক্তাও। একাধিক অনুষ্ঠানে তা বক্তৃতা শোনার পর বলতে পারি, আমি তা অনুরক্ত এক শ্রোতা।

আর আলী ইমাম! তার ব্যাপারে অধিকন্তু দোষায়! বেশি বললেও দোষ হবে না। সা বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত আলী ইমাম শু সুলেখকই নন, অনবদ্য বক্তাও। তিনি অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে যান, সেখানে একা সমস্যা দেখা যায়। তার আগেও কেউ বলে চান না, পরেও না। কারণ এমনই তার বক্তৃতা প্রসাদ গুণ। আলী ইমাম আমার অনুজপ্রতীম তার সম্পর্কে বেশি কিছু বলা তার জন্য যেম বিব্রতকর, তেমনি আমার জন্যও।

বেশ কিছু অনুষ্ঠানে ইমদাদুল হক মিল আলী ইমাম এবং আমি এক সঙ্গে অংশ নিয়েছি মনে হয় এই কথাকে এক অনুষ্ঠানে পো